মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন ■ সংখ্যা ঃ ১০৫ ■ বর্ষঃ ১২ ■ নভেম্বর-২০১৭

স্ট্রামফোর্ডের উদ্যোগে আয়োজন মাদকবিরোধী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

SAY NO TO DRUGS- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ৮ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশের

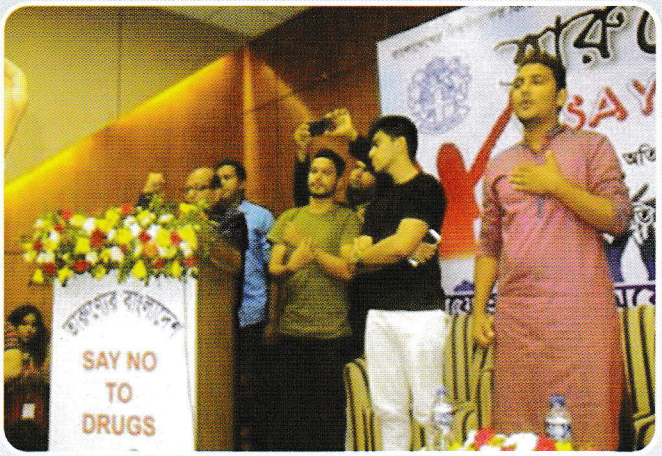

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব জামাল উদ্দীন আহমেদ, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক মাদকবিরোধী ফোরাম 'স্ট্রামফোর্ড' মাদকবিরোধী ফোরাম এর যৌথ উদ্যোগে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব জামাল উদ্দীন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব আলী নাকি।

আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ

মহাপরিচালক বলেন, আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনে দেশ পরিচালনা করবে। সুতরাং তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। এজন্য অবশ্যই তাদেরকে সকল প্রকার নেশার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা, নেশা জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয়। তিনি শিক্ষার্থীদের মাদকমুক্ত থেকে নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

২১ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্লানের Universal Treatment Curriculum অনুসরণে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও রিকভারি এডিক্ট এবং সমাজসেবকদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি কারিক্যুলাম এবং কনটিনিউয়াম অব কেয়ার বিষয়ের ওপর ২১ তম ব্যাচে ১০ অক্টোবর ২০১৭ হতে ১৯ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২১তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং উদ্বোধন করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব জামাল উদ্দীন আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব পরিমল কুমার দেব এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখার পরিচালক জনাব মোঃ মফিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের চীফ কনসালটেন্ট ডা. সৈয়দ ইমামুল হোসেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, যারা ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছেন তাদেরকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

২১ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

অপারেশনাল কার্যক্রম

আইন-আদালত (অক্টোবর-২০১৭)

উপ-অঞ্চল/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ভিত্তিক অক্টোবর-২০১৭ মাসের মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান ঃ

বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের নাম	অক্টোবর-২০১৭					
	নিয়মিত	মোবাইল কোর্ট				
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	১৬৬	২০৩	২২৭	২২৮	৩৯৩	৪৩১
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৮৬	১০৭	১৪৬	১৪৬	২৩২	২৫৩
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনা	৬৩	৭১	৫২	৫৩	১১৫	১২৪
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী	১১৮	১৪৫	১৩৭	১৪৩	২৫৫	২৮৮
গোয়েন্দা শাখা	৩৪	৪৩	১০	১০	৪৪	৫৩
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট	২৫	৩৬	২৯	২৯	৫৪	৬৫
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরিশাল	১৩	১৪	১৩	১৩	২৬	২৭
মোট	৫০৫	৬১৯	৬১৪	৬২২	১১১৯	১২৪১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মামলা, আসামী, উদ্ধারকৃত অবৈধ মাদকদ্রব্য ও এর আনুমানিক মূল্যের পরিসংখ্যান: অক্টোবর/ ২০১৭

উদ্ধারকৃত আলামত	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	আলামতের পরিমাণ	
হেরোইন	৪৮	৫৪	১.৬০৬	কেজি
পচুই	৫	৫	৫৫১১২	লিটার
গাঁজা	৫৮৬	৬১৬	৩৫২.৫৯৫	কেজি
গাঁজা গাছ	১	১	৫	টি
অবৈধ চোলাই মদ	৭৪	৮২	১২৩৬	লিটার
বিদেশী মদ	১৭	২১	২৮৮	বোতল
বিদেশী মদ	১	১	১	লিটার
দেশী মদ	২	২	১৫	লিটার
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	৬	৭	১৯১৬০	লিটার
বিয়ার	২	২	১৯৮	ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	২	৩	৩.৬৭৫	লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	১৭	১৭	৯২৪	লিটার
কোডিনের মিশ্রণ (ফেন্সিডিল)	৪৬	৬১	২৩৪৫	বোতল
তরল ফেন্সিডিল	১	১	১	লিটার
তাড়ী (টোডি)	২	২	৬	লিটার
বুপ্রেনরফিন				
(টি.ডি. জেসিক ইঞ্জেকশন)	১	১	৭৫	এ্যাম্পুল
লুপিজেসিক ইঞ্জেকশন	১০	১৩	২৪৮১	এ্যাম্পুল
ইয়াবা টেবলেট	২৮৪	৩৩৮	১৫৪০৬৬	পিস
অন্যান্য	১	১		
নগদ অর্থ			১২৯৩৭০৪	টাকা
ডেনড্রাইড	২	২	১.২৪	লিটার
এনার্জি ডিংকস (ইত্যাদি)	৬	৬	৪২৮১	বোতল
ডায়াজিপাম	৫	৫	২৯	টি

উদ্ধারকৃত আলামত	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	আলামতের পরিমাণ	
রিক্সা ভ্যান			১	টি
মোটর সাইকেল			৫	টি
প্রাইভেট কার			২	টি
মোবাইল সেট			১৫	টি
সিএনজি			১	টি
বাইসাইকেল			১	টি
সর্ব মোট ঃ	১১১৯	১২৪১		

রাজধানীতে পৃথক অভিযানে ৩০ হাজার পিস ইয়াবা, একটি মোটরসাইকেলসহ আটক ৩

১৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে রাজধানীতে পৃথক অভিযানে ৩০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও একটি মোটরসাইকেলসহ ৩ জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়

গত ১৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর শনিরআখরা, গেন্ডারিয়া ও বংশাল এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ৩০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও একটি মোটরসাইকেলসহ ৩ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তাগণ।

কক্সবাজারে ২৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ৪

২৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ৪ মাদকব্যবসায়ী

৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে কক্সবাজার জেলায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ২৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ ৪ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন মোঃ মহিউদ্দিন ইসলাম (২৪), মোঃ মোবারক হোসেন বাবু (২৯) ও দুলাল চন্দ্র শীল (৪৮)। ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব মুকুল জ্যোতি চাকমা বলেন, আটককৃতরা শীর্ষ ইয়াবা সিন্ডিকেটের সদস্য।

শুক্রবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে গত ৯ জুলাই রাজধানীর এ্যালিফ্যান্ট রোড, কলাবাগান ও পশ্চিম রাজাবাজার এলাকা থেকে ৫০ হাজার পিসসহ একই পরিবারের যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সেই মামলার সূত্র ধরে ইয়াবা সিন্ডিকেটের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইয়াবা সিন্ডিকেটের সদস্যদেরকে আটকের জন্য ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের সদস্যরা গোয়েন্দা নজরদারী চালাচ্ছিল। এরই প্রেক্ষিতে ১৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে প্রথমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের খিলগাঁও ও সূত্রাপুর সার্কেল যৌথভাবে শনিরআখরা এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ইয়াবা ট্যাবলেট সরবরাহের সময় সিন্ডিকেটের সদস্য মহিউদ্দিন ইসলামকে ৫ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়। পরে তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী বংশালের নবাবপুর রোডের ১৬৭ নম্বর'স' এম এস মার্কেটের ৩য় তলায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় মাদক ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিনের গোডাউন থেকে ২০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধারপূর্বক ব্যবসায় সহযোগীতর দায়ে মার্কেটের দাড়োয়ান দুলাল চন্দ্র শীলকে আটক করা হয়। তবে মূল হোতা নাসির উদ্দিন পলাতক থাকায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

এছাড়া একই টিম গেন্ডারিয়ার দয়াগঞ্জ এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে আরও ৫ হাজার পিস ইয়াবাসহ মাদক সিন্ডিকেটের অপর সদস্য মোবারক হোসেন বাবুকে আটক করে।

ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব মুকুল জ্যোতি চাকমা আরও বলেন, আটক তিনজনের বিরুদ্ধে যাত্রাবাড়ী থানায় ডিএনসি'র খিলগাঁও সার্কেলের পরিদর্শক জনাব সুমনুর রহমান ও সূত্রাপুর সার্কেলের পরিদর্শক জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন ভূইয়া বাদী হয়ে মাদক আইনে পৃথক ২টি মামলা করেছেন। মামলার মূল আসামী নাসির উদ্দিনকে আটকের জন্য বিভিন্ন স্থানে অভিযান চলছে।

সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভর থানাধীন ভাদেরটেক দক্ষিণ পাড়া এলাকা হতে ৩৩৯০ পিস ইয়াবা ও নগদ ৭,১১,৭৯৫ টাকাসহ আটক ৩

১৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ৩৩৯০ পিস ইয়াবা এবং নগদ ৭,১১,৭৯৫ টাকাসহ ৩ জনকে আটক করা হয়

সুনামগঞ্জ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় এর পরিদর্শক জনাব মোঃ শোয়েব আহম্মদ চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং র‍্যাব-৯ এর সহযোগিতায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে বিশ্বম্ভর থানাধীন ভাদেরটেক দক্ষিণ পাড়া এলাকা থেকে ৩৩৯০ (তিন হাজার তিনশত নব্বই) পিস ইয়াবা এবং মাদক বিক্রির নগদ ৭,১১,৭৯৫/- (সাত লক্ষ এগার হাজার সাতশত পঁচানব্বই) টাকাসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে পরিদর্শক জনাব মোঃ শোয়েব আহম্মদ চৌধুরী বাদী হয়ে বিশ্বম্ভরপুর থানায় ১ টি নিয়মিত মামলা রুজু করেন। উক্ত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করায় সুনামগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ফেনীর মহীপাল এলাকা হতে ৬ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ১

৬ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ১

২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ফেনী জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় এক সফল অভিযান পরিচালনা করে ফেনীর মহীপাল এলাকা থেকে ৬ হাজার পিস ইয়াবাসহ ১ নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর থানাধীন লাউরেরগড় এলাকা হতে ২৫ বোতল অফিসার্স চয়েজ, ১০ পিস ইয়াবাসহ আটক ১

২৫ বোতল অফিসার্স চয়েজ এবং ১০ পিস ইয়াবাসহ আটক ১

২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় এবং ২৮ বিজিবি, সুনামগঞ্জ কর্তৃক তাহিরপুর থানাধীন লাউরেরগড় এলাকায় এক মাদকবিরোধী যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ২৫ বোতল অফিসার্স চয়েজ এবং ১০ পিস ইয়াবাসহ ১ জনকে আটক করা হয়।

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার মিরপুর এলাকা হতে ১৪৯০ পিস ইয়াবাসহ আটক ৭

১৪৯০ পিস ইয়াবাসহ আটক ৭

১২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে হবিগঞ্জ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় কর্তৃক বাহুবল উপজেলার মিরপুর এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ১৪৯০ পিস ইয়াবাসহ ৭ জনকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করে।

রাজশাহীর মহানগরীতে ১৫০ গ্রাম হেরোইন ও ১টি মোটরসাইকেলসহ আটক ১

১৫০ গ্রাম হেরোইন ও ১টি মোটর সাইকেলসহ ১ জন আটক

২৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহীর উপ-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান এর নেতৃত্বে রাজশাহী ক সার্কেলের পরিদর্শক খন্দকার নাজিম উদ্দিনসহ অন্যান্য কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি রেইডিং টিম রাজশাহী মহানগরীতে অভিযান পরিচালনা করে ১৫০ গ্রাম হেরোইন ও ১টি মোটর সাইকেলসহ ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালী থানাধীন মেড়িনার্স সড়ক হতে ৫৫০০ পিস ইয়াবাসহ ২ রোহিঙ্গা আটক

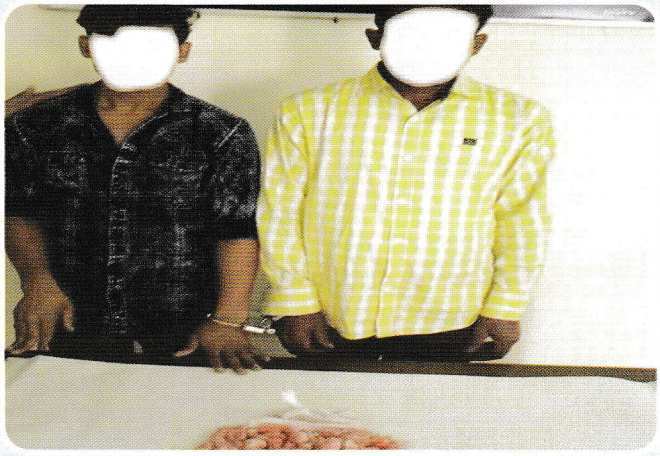

৫৫০০ পিস ইয়াবাসহ ২ রোহিঙ্গা আটক

চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালি থানাধীন মেরিনার্স সড়কে অভিযান চালিয়ে ৫৫০০ পিস ইয়াবাসহ ২ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। কক্সবাজার থেকে ইয়াবা নিয়ে আসার সময় ১ অক্টোবর ২০১৭ ভোরে তাদেরকে আটক করা হয়।

আটক ২ জন হলেন সলিম উল্লাহ (৪২) ও মোঃ শাহ আলম (৩০)। এদের মধ্যে সলিম উল্লাহ সম্প্রতি বাংলাদেশে এসেছেন। অন্যজন লেদা ক্যাম্পের বাসিন্দা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব শামীম আহমেদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোরে মেরিনার্স সড়কে অভিযান চালিয়ে ৫৫০০ টি ইয়াবাসহ ২ রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতরা আগে থেকেই ইয়াবা পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মামলা করা হয়েছে।

আটক গিয়াস উদ্দিন সাগর নগরীর খুলশী থানাধীন লালখাঁন বাজার এলাকার মৃত আবুল খায়েরের ছেলে। এরশাদ চকবাজার থানাধীন কাপাসগোলা এলাকার জাবের আহম্মেদের ছেলে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব শামীম আহম্মেদ বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ইয়াবা বিক্রির সময় হাতেনাতে তাদেরকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

চট্টগ্রামের ষোলশহর রেলস্টেশন থেকে ২০ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ১

২০ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ১

৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে সকাল ৮ টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চলের একটি টিম নগরীর ষোলশহর রেলস্টেশন থেকে ট্রেনে আসা ২০ হাজার পিস ইয়াবার একটি চালানসহ নগরীর মাদক জোন খ্যাত বরিশাল কলোনির মৃত রমিজ উদ্দিনের ছেলে নাজিম উদ্দিন (২৮) কে আটক করেন।

মেট্রো উপঅঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব শামীম আহমেদ বলেন, দোহাজারী রুটের একটি ট্রেনে করে ইয়াবার চালানটি আনা হয়েছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয় এবং রেলওয়ে থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

বান্দরবানের লামায় ৫০ হাজার লিটার মদ ও মদের তৈরি উপকরণসহ আটক ১

৫০ হাজার লিটার মদ ও মদের তৈরি উপকরণ জব্দসহ আটক ১

চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানাধীন রিয়াজউদ্দীন বাজার এলাকা হতে ১০ হাজার ১'শ পিস ইয়াবাসহ আটক ১

চট্টগ্রামে ১০ হাজার ২'শ পিস ইয়াবাসহ আটক ১

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালস ও সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স এবং মাদকদ্রব্য আমদানি, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে অক্টোবর' ২০১৬ এবং অক্টোবর' ২০১৭ মাসের আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামুলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	অঞ্চলের নাম	অক্টোবর' ২০১৬	অক্টোবর' ২০১৭
১	ঢাকা অঞ্চল	১০১৫৮৮৫০	১০১৯৩৬০১
২	সিলেট অঞ্চল	৪৪৬৯৬২০	৩৯৩৫৬০০
৩	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩৯৩৩৭৩২	৩৭৭৪৬৬২
৪	খুলনা অঞ্চল	৩০৩০৩৯৭৬	৩৫৭৫৫৫১১
৫	বরিশাল অঞ্চল	৪৮৯৬০০	৪৭৯৬৪০
৬	রাজশাহী অঞ্চল	৮৯১৩৮৩০	৯০৪৭২৫৪
৭	মাদকশুল্ক আদায়	৫৮২৬৯৬০৮	৬৩১৮৬২৬৮
৮	মাদকশুল্ক ব্যতিত অন্যান্য খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব	০	১২৫৩৮১৪
	মোট	৫৮২৬৯৬০৮	৬৪৪৪০০৮২

মাদক নির্ভর অভিভাবকের কৈশোরকালীন সন্তানদের মানসিক দুর্দশা ও মানিয়ে নেয়ার কৌশল

ড. ফারাহ দীবা,
সহযোগী অধ্যাপক,
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
মেহজারিন বিনতে গাফফার
এম। ফিল গবেষক
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৈশোরকাল মানবজীবনের এমন সময় যখন একজন কিশোর-কিশোরীকে একইসাথে অনেকগুলো শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের

মধ্য দিয়ে যেতে হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, কৈশোরকালীন সময়টি একজন মানুষের জীবনের একটি অন্যতম সংকটপূর্ণ সময় যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব তার পরবর্তী জীবনে দেখা যায়। এ সময়ের যে কোন সমস্যা বা মানসিক চাপ ওই কিশোর-কিশোরীর পরবর্তী প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। কৈশোরে মানসিক চাপের কারণগুলো হল, পড়ালেখার অতিরিক্ত চাপ, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল, অভিভাবক ও সমবয়সীদের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন, অন্যান্য মনঃসামাজিক পরিস্থিতিতে অভিযোজনে সমস্যা, উদ্বেগ ইত্যাদি। এ সময় অভিভাবকের সাথে সম্পর্কের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিষণ্নতা, উদ্বেগ, মানসিক কষ্ট, নিম্ন আত্ম-মূল্যায়ন, আত্ম-বিশ্বাসের অভাব ইত্যাদি তৈরি করে। এছাড়া যেসব পরিবারে অন্তত একজন অভিভাবক মানসিক সমস্যাগ্রস্ত হয় সেসব পরিবারের সন্তানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আবেগীয় ও আচরণগত সমস্যা দেখা যেতে পারে। কারণ, এ ধরনের পরিবারের সন্তানরা অনিশ্চয়তা, আগ্রাসন, দায়িত্বহীনতা, অল্প বয়সে পরিবারের বোঝা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যেতে থাকে। অভিভাবকের মাদক নির্ভরতা ঠিক এমনই একটি পরিস্থিতি যেখানে বাবা বা মা যে কোন একজনের মাদকের ওপর নির্ভরতার কারণে পরিবারের কিশোর-কিশোরীটি অযত্ন, অবহেলা ও বিভিন্ন ধরনের আবেগীয় সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। জরিপে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৫০ লাখেরও বেশী মাদক নির্ভর ব্যক্তি আছে যার ৩৫% বিবাহিত, যদিও ঠিক কতভাগ মাদক নির্ভর মানুষ বর্তমানে অভিভাবক তার নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা নেই। সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন মাদক নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ১০% মানুষ কমপক্ষে একজন কিশোর বা কিশোরীর অভিভাবক। এই বিপুল সংখ্যক কিশোর-কিশোরী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাদকের করাল গ্রাসে রয়েছে অর্থাৎ মাদকের নেতিবাচক প্রভাব তাদের জীবনেও কোন না কোনভাবে প্রভাব পড়ছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, যে পরিবারে কমপক্ষে একজন ব্যক্তি মাদক নির্ভর সেখানে চাপমূলক বৈবাহিক সম্পর্ক, পারিবারিক কলহ-বিবাদ, অর্থনৈতিক সংকট, পারিবারিক সমস্যার সমাধানের জন্য সমস্যাপূর্ণ পন্থার ব্যবহার ইত্যাদি দেখা যায়। তবে সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হল, মাদক নির্ভর অভিভাবকের সন্তানদের পরবর্তীতে মাদক নির্ভর হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। এছাড়াও, মাদক নির্ভর অভিভাবকের সন্তানদের মধ্যে উচ্চমাত্রায় অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়া, মনোযোগের সমস্যা, সামাজিক ভাবে একা হয়ে যাওয়া, আবেগীয় সমস্যা ও মানসিক আঘাতজনিত সমস্যা দেখা যায়। উপরন্ত, দীর্ঘ সময় মাদকের ওপর নির্ভর অভিভাবকের সন্তানরা বিভিন্ন ধরনের মানসিক কষ্টে ভোগে ও অভিযোজনের জন্য অকার্যকর পদ্ধতিতে এই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। যদিও অভিভাবকের মাদক নির্ভরতার আচরণের সাথে কৈশোরকালীন সন্তানটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না তবুও এই পরিস্থিতিটির সাথে পরিবারের কিশোর বা কিশোরীটিকে মানিয়ে চলতে হয় যা কিনা তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করে।

এই পরিস্থিতিটি বোঝার জন্য এবং তারা কিভাবে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে তা বোঝার জন্য আমরা বর্তমান প্রবন্ধের লেখকরা একটি গবেষণা পরিচালনা করি। এজন্য আমরা, ১৩৯ জন কিশোর-কিশোরী যাদের অন্তত একজন অভিভাবক মাদক নির্ভর এবং ২৭৮ জন কিশোর-কিশোরী যাদের অভিভাবক মাদক নির্ভর নয় তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করি। এই কিশোর-কিশোরীদের বিষণ্নতা, উদ্বেগ ও মানসিক আঘাতের কারণে সৃষ্ট চাপ তিনটি মানকের দ্বারা পরিমাপ করা হয়েছে। যেখানে দেখা গেছে, মাদক নির্ভর অভিভাবকের কৈশোরকালীন সন্তানদের বিষণ্নতা ও উদ্বেগ তাদের সমবয়সীদের তুলনায় অধিক এবং মানসিক আঘাতের কারণে সৃষ্ট চাপ প্রায় দিগুণ। ফলাফলে আরও দেখা যায়, মাদক নির্ভর অভিভাবকের কৈশোরকালীন সন্তানদের পরীক্ষার ফলাফল, বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহনের হার অন্যদের তুলনায় অনেকাংশে কম।

বর্তমান গবেষণায় মাদক নির্ভর অভিভাবকের কৈশোরকালীন সন্তানরা কিভাবে তাদের অভিভাবকের মাদক নির্ভরতার সাথে মানিয়ে চলে তার জানার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলাফলে দেখা যায়, যদিও মাদক নির্ভর অভিভাবকের কৈশোরকালীন সন্তানদের মধ্যে মানসিক কষ্ট বিদ্যমান তবুও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তারা ইতিবাচক মানিয়ে নেয়ার কৌশল ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে, মেয়েদের মধ্যে মানসিক কষ্টের পরিমান বেশী এবং মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বেশী ইতিবাচক কৌশল ব্যবহার করে। এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ফলাফল হল, মাদক নির্ভর পিতা/ মাতার কিশোর বয়সী সন্তানদের মাদক নির্ভরতার হার তুলনামুলকভাবে কম। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় হল, মাদক নির্ভর নয় এমন অভিভাবকের সন্তানদের মধ্যে মাদক নির্ভরতার হার অপেক্ষাকৃত বেশী যা আমাদেরকে মাদকের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে পুনরায় ভাবতে বাধ্য করে।

বর্তমান গবেষণাটির মাধ্যমে মাদক নির্ভরশীল অভিভাবকের সংবেদনশীল সন্তানদের মধ্যকার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যদিও মাদক নির্ভরশীলতার সমস্যার সমাধান কল্পে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহন করা হচ্ছে মাদক নির্ভরশীল অভিভাবকের সন্তানদের মানসিক অবস্থার বিষয়টি অবহেলিত রয়ে গিয়েছে। যেহেতু এই কিশোর-কিশোরীদের ভবিষ্যৎ ঝুঁকিপূর্ণ তাই মাদক সমস্যা সমাধান ও প্রতিরোধ কর্মসূচিতে পরবর্তীতে এদের জন্যও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া জরুরী।

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com **ওয়েবসাইট:** www.dnc.gov.com